রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৪, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২২ নভেম্বর, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৪১৮-আইন/২০২৬।—সরকার কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবণ্টন) এর আইটেম ২৯(খ) এর ক্রমিক ৫ ও ৮ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ০৩-০৭-২০০০ খ্রি. তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত "The Private Fisheries Protection Act, 1889" এর অনূদিত বাংলা পাঠ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল:—

(মূল ইংরেজি পাঠের অনূদিত বাংলা পাঠ)

ব্যক্তিগত মৎস্য সুরক্ষা আইন, ১৮৮৯

(১৮৮৯ সনের ২ নং আইন)

[জুন ২৬, ১৮৮৯]

ব্যক্তিগত জলাশয়ে মৎস্য আহরণের অধিকার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন। ♣

যেহেতু ব্যক্তিগত মৎস্য আহরণের অধিকার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।—(১) এই আইন ব্যক্তিগত মৎস্য সুরক্ষা আইন, ১৮৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র [১][বাংলাদেশে] প্রযোজ্য হইবে।

২। ব্যাখ্যামূলক দফা।—এই আইনে—

"মৎস্য" অর্থে শক্ত খোলসওয়ালা প্রাণী **(Shell-fish)** এবং কচ্ছপ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

♣ ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই আইনের সর্বত্র "টাকা" শব্দটি "রূপি" শব্দের পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে প্রতিস্থাপিত।

[১] "বাংলাদেশ" শব্দটি "পূর্বপাকিস্তান" শব্দের পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফসিলবলে প্রতিস্থাপিত।

মূল্য : টাকা ৪.০০

"**স্থির উপকরণ (Fixed engine)**" অর্থ মৎস্য আহরণের জন্য মাটিতে প্রোথিত বা অন্য কোনো উপায়ে স্থিরীকৃত কোনো জাল, খাঁচা, ফাঁদ বা অন্য কোনো কৌশল;

"**ব্যক্তিগত জলাশয় (Private waters)**" অর্থ এইরূপ জলাশয়—

(ক) যাহা কোনো ব্যক্তির একান্তই ব্যক্তিগত সম্পত্তি; বা

(খ) যাহাতে কোনো ব্যক্তির মৎস্য আহরণের একচ্ছত্র অধিকার রহিয়াছে, এবং যাহাতে মৎস্য আবদ্ধ অবস্থায় নয়, বরং প্রবেশ করিবার বা বাহির হইবার সুযোগ রহিয়াছে।

৩। দন্ড।—যদি কোনো ব্যক্তি—

(ক) কোনো ব্যক্তিগত জলাশয় হইতে মৎস্য আহরণ করেন, যাহাতে তাহার মৎস্য আহরণের অধিকার নাই;

(খ) ব্যক্তিগত জলাশয়ে কোনো স্থির উপকরণ নির্মাণ, স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ বা ব্যবহার করেন, অথবা উহাতে যাহার মৎস্য আহরণের অধিকার রহিয়াছে তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে মৎস্য আহরণ বা ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু রাখেন বা জ্ঞাতসারে রাখিবার অনুমতি প্রদান করেন;

তাহা হইলে তিনি অপরাধে দোষী হইবেন এবং প্রথমবার অপরাধের জন্য অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক একমাসের বিনাশ্রম বা সশ্রম কারাদন্ড অথবা অনধিক দুইশত টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ইহাতে উল্লিখিত কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে অধিকার দাবি করিয়া কৃত কোনো কার্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, অথবা নৌ-চলাচলযোগ্য নদীর কোনো অংশে ছিপ ও বড়শি দ্বারা বা কেবল বড়শি দ্বারা মৎস্য আহরণ হইতে কোনো ব্যক্তিকে বিরত রাখিবে না।

৪। স্থির উপকরণ (Fixed engine) বাজেয়াপ্তকরণ।—(১) যদি পূর্ববর্তী ধারা লঙ্ঘন করিয়া কোনো স্থির উপকরণ নির্মাণ, স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ বা ব্যবহার করা হয় এবং এই আইন লঙ্ঘন করিয়া এইরূপ উপকরণের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে মৎস্য আহরণ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত স্থির উপকরণ এবং এইরূপে আহরিত মৎস্য বাজেয়াপ্ত হইবে।

স্থির উপকরণ (Fixed engine) অপসারণ।—(২) এবং এইরূপ স্থির উপকরণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপসারণ করা বা দখলে নেওয়া যাইবে।

৫। অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অন্যের ভূমি বা ব্যক্তিগত জলাশয়ে প্রবেশ।—(১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৩ এ উল্লিখিত কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অন্যের দখলে থাকা ভূমিতে বা ব্যক্তিগত জলাশয়ে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৬। এই আইনের অধীন অপরাধ আমলযোগ্য হইবে।—এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধসমূহ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এ সংজ্ঞায়িত 'আমলযোগ্য অপরাধ' হিসাবে গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd